৬/১০/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬ .....

নেতৃত্বদানে মুসলমান যুবকদের উপযুক্ত করে তোলা

যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেটে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যা...

ইন্টারনেট : আমেরিকায় দ্রুত বাড়ছে মুসলমানদের সংখ্যা। তার সঙ্গে বাড়ছে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। সমাজের বিভিন্নস্তরে ও স্কুল কলেজ সর্বত্র এই সচেতনতা দেখা যায়। অনেক মুসলমানই মনে করেন যে, আমেরিকায় ইসলাম আজ বিপন্ন। বিশেষত, দ্বিতীয় প্রজন্ম সম্বন্ধেই মুসলিম সমাজ বেশী চিন্তিত। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমা শিক্ষার বিরোধী। যদিও তারা আমেরিকায় বসবাস করেন এবং প্রয়োজনে নাগরিকত্বও গ্রহণ করেছেন তবুও তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাব মুসলমান যুব সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। আর একদল পশ্চিমা শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সপক্ষে না হলেও তারা মনে করেন, পশ্চিমা শিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। কারণ এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ ও আধুনিক বিষয়ের মেলবন্ধন ঘটতে পারে।

আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম সম্বন্ধে পাঠ্য বিষয় আছে। কিন্তু সেই পাঠক্রম ধর্মনিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা এবং অমুসলমানরাই তা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর এর অপরদিকে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা যেখানে ইসলাম ধর্মতত্ত্বই পড়ানো হয় ও অন্যান্য বিষয়কে সামান্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই নিজেদের একতাবদ্ধ করতে, পরবর্তী প্রজন্মকে নিজধর্ম সম্বন্ধে সচেতন করতে আমেরিকার মুসলিম সমাজ এখন এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি এই ধরনের প্রথম ইন্টারনেট ইসলামিক ইউনির্ভারসিটির উদ্বোধন হয়েছে নিউইয়র্ক এর কুইনসএ। পশ্চিমের সমাজে বসবাসকারী যুবসমাজের ইসলাম ধর্মের শিক্ষার জন্য এবং নিজের সংহতি ও সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনের জন্য সারা পৃথিবীর এমন কি পবিত্র মক্কা থেকেও মুসলিম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এসেছিলেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে।

ইন্টারনেট ইসলামিক ইউনির্ভাসিটির প্রতিষ্ঠাতা জাহির উদ্দীন এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন, মুসলমান সমাজের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার প্রয়োজন। আজকের ছাত্ররাই হবে ভবিষ্যতের মুসলমান নেতা। পেশায় সাবেক ইঞ্জিনিয়ার জাহির উদ্দীন পশ্চিমা শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের নির্দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন এবং সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছে।

মুসলমান যুবসমাজের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে জাহির উদ্দিন দেখেছেন যে, আমেরিকার যুবসমাজের শতকরা ৯০ ভাগ ইসলাম ধর্ম শিক্ষালাভ করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। আর কর্মজীবনে প্রবেশের পর ধর্মীয় কোন কার্যকলাপ নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকেন না। তাই বর্তমান ছাত্রদের যদি ইসলাম এর মৌলিক শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে মুসলিম নেতা হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যায় তবেই ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে বলে মনে করেন মুসলমান সমাজ।

ইন্টারনেট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে শান্তি ও সুবিচারের জন্য মুসলমান যুবসমাজকে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করতে চায়। ইন্টারনেটে সব ক্লাস ঠিক সময় মত শুরু হবে। তবে এর জন্য ক্লাসে যেতে হবে না।

আমেরিকায় বসেই যে কোন প্রান্তের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনা যাবে। এ বছর অধ্যাপকদের গলার স্বর শোনা যাবে। ২০০২ সালে অধ্যাপকদের কম্পিউটারের পর্দায় সরাসরি দেখাও যাবে। সব ক্লাসই হবে রাতে এবং সপ্তাহান্তে। অর্থাৎ অন্যান্য পড়াশুনা বা কাজকর্ম ইসলাম ধর্মশিক্ষার পথে কোন বাধা হবে না। অধ্যাপকরা ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে, তাদের পড়াশুনার উন্নতি অবনতি লক্ষ্য রাখবেন। তা তারা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য বিষয়ের আটজন মুসলিম অধ্যাপক এবং মালয়েশিয়া, সৌদি আরব পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের আরও এগারজন অধ্যাপক নিয়ে শুরু হবে ইন্টারনেট ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়। জনাব জাহির উদ্দিন প্রথমে ৫শ' জন ছাত্র নিয়ে শুরু করবেন বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি ক্রেডিট আওয়ারের জন্য ছাত্রদের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, এবং ডিগ্রী সবই পাওয়া যাবে এখানে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রোজ নিবন্ধন শুরু হয়েছে। কতজন নাম লিখিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাহির উদ্দিন পাঁচ লাখ ডলারের বেশী অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ করেছেন। আরবি ভাষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় যেমন মানবিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন সবই পড়ানো হয় এই ইন্টারনেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোরানের নির্দেশ মানা এবং অধ্যয়ন করাই হবে তাদের প্রধান কাজ।